প্রথম আলো

তারিখ: ০৬ JAN ২০১৩
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজধানীতে প্রথম শ্রেণীর ভর্তিতে স্বস্তি

এম মামুন হোসেন

এ বছর রাজধানীর ৩ শীর্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণীতে সন্তানের ভর্তি নিয়ে অনেকটা স্বস্তিতে আছেন অভিভাবকেরা। গলাকাটা ফি আদায়ে অভিযুক্ত মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও মিরপুরের মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবার সরকারের নীতিমালা মেনে ভর্তি ফি নির্ধারণ করেছে। এতে অভিভাবকদের উদ্বেগের আপাতত অবসান হয়েছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে অতিরিক্ত ফি আদায়

স্বস্তি : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

স্বস্তি : ভর্তিতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বন্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কঠোর অবস্থানের কারণে।

নতুন বছরে শিক্ষার্থী ভর্তি নিয়ে প্রতিবছর রাজধানীসহ সারাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাড়তি বেতন আর বিভিন্ন চার্জ ধার্যের ভিত্তিতে অভিভাবকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এমনকি নিজ প্রতিষ্ঠানে পরবর্তী ক্লাসে প্রমোশন পেয়ে ভর্তি হওয়ার সময়ও উন্নয়ন ফি, সেশন ফি, দালান ফি, আসবাবপত্র ও বিদ্যুৎ, ক্রীড়া, কম্পিউটার, ল্যাবরেটরি, ম্যাগাজিন এবং পরীক্ষা ফি ও বেতনসহ নানা কৌশলে আদায় করা হয় হাজার হাজার টাকা। সরকারের সিদ্ধান্তকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে ইচ্ছামতো বেতন ও ফি আদায় করা রেওয়াজে পরিণত হয়। গত বছর ভর্তিতে অতিরিক্ত ফি আদায় বন্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কঠোর অবস্থান নেয়। ২০১২ সালের ভর্তিতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায়কৃত অতিরিক্ত ভর্তি ফি ফেরত বা সমন্বয় করার বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব দিতে ব্যর্থ হওয়ায় মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষের এমপিও স্থগিত করা হয়। একই সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানদের এমপিও কেন স্থায়ীভাবে বাতিল করা হবে না, তার কারণ দর্শানোর জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে নির্দেশ দেয়া হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নীতিমালা অনুযায়ী চলতি বছর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলা মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৮ হাজার টাকা এবং ইংরেজি ভার্সনে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা নেয়া হচ্ছে। রাজধানীর নামকরা এই ৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ২০১২ সালের ভর্তির সময় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ৯ কোটি ৩১ লাখ ২৮ হাজার ১০০ টাকা আদায় করে। এর মধ্যে মনিপুর স্কুলে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয় ৫ কোটি ২৩ লাখ ৭৬ হাজার ১০০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসসহ কয়েকটি শাখায় ৩ হাজার ৫৪ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৩ কোটি ৩৯ লাখ ৩৪ হাজার ১০০ টাকা অতিরিক্ত নেয়া হয়। বিদ্যালয়টি মূল ক্যাম্পাসসহ এর কয়েকটি শাখায় ৩ হাজার ৫৮২ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করে। এই বিদ্যালয়ের নতুন শাখা যেটা অস্থায়ী অনুমোদন নিয়েও শিক্ষার্থী ভর্তি করে। ভিকারুননিসা নূন স্কুলে অতিরিক্ত টাকা নেয়া হয় ৬৮ লাখ ১৭ হাজার ১০০ টাকা।

উল্লেখ্য, 'বেসরকারি স্কুল, স্কুল অ্যান্ড কলেজে মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও সংযুক্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা-২০১৩' বলা হয়েছে, সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি মফস্বল এলাকায় ৫০০ টাকা, পৌর (উপজেলা) এলাকায় ১০০০ টাকা, পৌর (জেলা সদর) এলাকায় ২০০০ টাকা এবং ঢাকা ছাড়া অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকায় ৩০০০ টাকার বেশি হবে না। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ৫০০০ টাকার অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে পারবে না। আংশিক এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাংলা মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৮০০০ টাকা এবং ইংরেজি ভার্সনে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা আদায় করা যাবে। উন্নয়ন খাতে ৩০০০ টাকার বেশি কোনো প্রতিষ্ঠান আদায় করতে পারবে না।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সংগঠন 'অভিভাবক ফোরামের' আহ্বায়ক জিয়াউল কবির দুলু বলেন, সরকারের সদিচ্ছার কারণে ভর্তি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ফি আদায় বন্ধ সম্ভব হয়েছে। এ বছর ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী অভিযুক্ত ৩টি স্কুলে ভর্তি ফি ধার্য করা হয়েছে। ভর্তি ক্ষেত্রে অবৈধ ভর্তির মাত্রাও কমে এসেছে।

তিনি অভিযোগ করেন, শিক্ষা প্রশাসনের এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা আছেন, যারা এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অপকর্মে সহায়তা করত। ৩ শীর্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানের এমপিও বাতিলের পদক্ষেপ শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন।

এ ব্যাপারে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী যায়যায়দিনকে বলেন, তাদের অঙ্গীকার ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নানা ধরনের অনিয়ম বন্ধের একটি বড় পদক্ষেপ হচ্ছে ভর্তিতে অতিরিক্ত ফি আদায় বন্ধ করা। এর মাধ্যমে ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই বলেছিলেন, এটা কখনো সম্ভব নয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কঠোর অবস্থানের কারণে তা সম্ভব হয়েছে। এ বছর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ভর্তিতে অতিরিক্ত ফি আদায় করেনি। আশা করছেন, ভবিষ্যতে এই ধারা অব্যাহত থাকবে।